ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৮৮

আগরতলা,১৭ জুলাই,২০২৫

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমেই সাত মাসের গর্ভবতী মা স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণে সম্মত হলেন

দক্ষিণ জেলার পাইখলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন কর্ণ কুমার পাড়ার বাসিন্দা ৩৬ বছর বয়সী চার সন্তানের জননী পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এই গৃহবধূ লোক-লজ্জায় তাঁর গর্ভাবস্থা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন ও কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে চাইছিল না। তবে, এই গ্রামের আশাকর্মী মঞ্জু বৈদ্য ও আশা ফেসিলিটেটর অপর্ণা পালের নিরলস প্রচেষ্টায় অবশেষে তিনি সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণে সম্মত হন।

গ্রামের আশাকর্মী মঞ্জু বৈদ্য প্রথমদিনই উক্ত বিষয়টি জানতে পেরে ওই মহিলাকে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণের জন্য বলতে থাকেন। কিন্তু তিনি কোনো রকম যোগাযোগ রাখতে রাজি হননি। এমনকি আশাকর্মী ও আশা ফেসিলিটেটর বেশ কয়েকবার তাঁর বাড়িতে গেলেও, তিনি প্রতিবারই আড়ালে চলে যেতেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য এই মহিলাকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরিশেষে গত ১৫ জুলাই একই এলাকায় আয়োজিত এক গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠানের পর আশাকর্মী মঞ্জু বৈদ্য ও আশা ফেসিলিটেটর অপর্ণা পাল যখন পুনরায় ঐ গৃহবধূর বাড়িতে যান, তখন অবশেষে গৃহবধূ স্বাস্থ্যকর্মীদের সামনে আসেন। দীর্ঘ আলোচনা ও বোঝানোর পরে, তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণে সম্মত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে স্থানীয় পাইখলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ গোবিন্দ ভৌমিক তাঁর প্রসবপূর্ব পরীক্ষা নিরিক্ষা (অ্যান্টি নেটাল চেকআপ) করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করেন। ডাঃ ভৌমিক জানান, ওই গৃহবধূ বর্তমানে সাত মাসের গর্ভবতী এবং সময়মতো তাঁর চিকিৎসা শুরু হওয়ায় এখন তাঁকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হবে। তবে তাঁকে এখন থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রসবপূর্ব সবগুলি পরীক্ষা-নিরিক্ষা (অ্যান্টি নেটাল চেকআপ)করে যেতে হবে।

এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে যে, স্বাস্থ্যকর্মীদের একাগ্রতা, ধৈর্য ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সুনিশ্চিত করে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। এরফলে অবশেষে লোকলজ্জা আর অজ্ঞতার অন্ধকার সরিয়ে একজন মা নিরাপদ মাতৃত্বের পথে এগিয়ে গেলেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****